17

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 JAN 1997
পৃঃ ১২ কলাম 2

দোকানিরা গছাচ্ছে পুরনো বই

মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই বাজারে আসছে ৯ জানুয়ারি

॥ রাশেদ আহমেদ ॥

মাধ্যমিক পর্যায়ের নতুন পাঠ্যবই বছরের শুরুতে বাজারে না আসায় ছাত্রছাত্রীরা গত বছরের ছাপানো বই কিনতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলা বাজারসহ বিভিন্ন বইয়ের দোকানে ক্রেতাদের বিভিন্ন কথায় বিভ্রান্ত করে পুরনো প্রচ্ছদের বই গছিয়ে দিচ্ছেন দোকানীরা।

এবার নতুন বই ছাপানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতি জানিয়েছে, তারা আগামী ৯ই জানুয়ারি নতুন বই বাজারে ছাড়বে।

এবার ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সব ক্লাসের ৫৯টি বই নতুন আঙ্গিকে বাজারে আসছে। প্রায় সব বইয়ের নির্ধারিত মূল্য গত বছরের চেয়ে কম রাখা হয়েছে। প্রতিটি বইয়ের রয়েছে পরিবর্তিত প্রচ্ছদ। নকল ও পুনর্মুদ্রণপ্রবণতা এড়াতে নিরাপত্তা ছাপা ও নম্বর বসানো হচ্ছে। বই ছাপানো হয়েছে আমদানিকৃত বিদেশী কাগজে।

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতির নেতৃবৃন্দ জানান, গত বছরের মুদ্রিত বইয়ের চেয়ে এ বছর শতকরা ১৮ ভাগ কম মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, অর্থাৎ ছাপানো ৩ কোটি বইয়ের মূল্য প্রায় ১৬ কোটি টাকা কম।

গতকাল বাংলা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর কাছে বিক্রেতারা গত বছরের বই গছিয়ে দিচ্ছেন। ক্রেতাদের বলা হচ্ছে, বইয়ের ভেতরে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। তাছাড়া বই ছাপা নিয়ে আদালতে মামলা হওয়ায় নতুন বই বের হতে অনেক সময় লাগবে। পরে পুরনো বইও পাওয়া যাবে না।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা বলেন, প্রচ্ছদ পরিবর্তন ছাড়া গত বছরের ৪০টি বইয়ের ভেতরে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। এসব বই বিক্রি করতে বাধা কোথায়? তারা অভিযোগ করে বলেন, ব্যবসায়িকভাবে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে সমস্ত বইয়ের প্রচ্ছদ পরিবর্তন করা হয়েছে; কিন্তু ভেতরে পরিবর্তন হয়েছে কয়েকটি বইয়ের।

নেতৃবৃন্দ বলেন, তাদের কাছে গত বছরের মুদ্রিত ২০ কোটি টাকার বই রয়েছে। এগুলো বিক্রি না করে নতুন বই বিক্রির দায়িত্ব নেবে না। এ বছর বই ছাপার দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতির এক নেতা গতকাল বলেন, তাদের ওপর মামলাসহ কিছু জটিলতার কারণে নতুন বই বাজারে ছাড়তে পারছে না। তবে ৯ই জানুয়ারির মধ্যে এসব জটিলতা নিরসন হবে বলে আশা করেন। অধিকাংশ বইয়ের ছাপার কাজ শেষ হয়ে গেছে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি আরো বলেন, গত বছরের বই বিক্রি করা আইনত অপরাধ; কারণ সব বই পরিবর্তন করা হয়েছে।

তিনি জানান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংশোধন ও সংযোজন করে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে সরকারের। এ অবস্থায় পুরনো ভুল ইতিহাসসম্বলিত বই দেয়া হলে ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্ত হবে। তাছাড়া পুরনো বই কেনা হলে তারা আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা বইয়ের দাম গত বছরের তুলনায় কম ঃ যেমন গত বছর ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা বইয়ের মূল্য ছিল ২৪ টাকা ৬০ পয়সা, এবার করা হয়েছে ২০ টাকা ৯৫ পয়সা; ইংরেজি ছিল ২৫ টাকা ৩৫ পয়সা, এবার ২২ টাকা ৯০ পয়সা; গণিত ছিল ২৬ টাকা ৫৫ পয়সা, এবার ২৪ টাকা ১৫ পয়সা; সাধারণ বিজ্ঞান ছিল ৩০ টাকা ৩০ পয়সা, এবার ২৭ টাকা ৯০ পয়সা; কৃষি বিজ্ঞান ছিল ১৭ টাকা ৭০ পয়সা, এবার ১৬ টাকা ১৫ পয়সা; শারীরিক শিক্ষা ছিল ২৭ টাকা ৩০ পয়সা, এ বছর ১৭ টাকা ২৫ পয়সা।

নবম শ্রেণীর জন্যে বাংলা গদ্য ও পদ্য বইয়ে ফর্মা বেড়ে যাওয়ায় কম মূল্য নির্ধারণ করা যায়নি। তবে অন্যান্য বইয়ের দাম কমেছে। যেমন ইংরেজি ছিল ৩৫ টাকা, এবার হয়েছে ২৬ টাকা ৩০ পয়সা; সমাজ বিজ্ঞান ছিল ৪৫ টাকা ৪৫ পয়সা, এবার ৪১ টাকা ৭৫ পয়সা; ইতিহাস ছিল ২৬ টাকা ৫৫ পয়সা, এবার ২৪ টাকা ৭০ পয়সা; পৌরনীতি ছিল ৪১ টাকা ৪০ পয়সা, এবার ২৫ টাকা ৭৫ পয়সা; পদার্থ বিজ্ঞান গত বছর ছিল ৭২ টাকা ১০ পয়সা, এবার হয়েছে ৬১ টাকা ৫০ পয়সা; জীব বিজ্ঞান ছিল ৭১ টাকা ৮৫ পয়সা, এবার হয়েছে ৪৪ টাকা ২০ পয়সা।